

8291 - জ্যোতিষিদের কাছে আসা ও তাদেরকে বশির্বাচন করার হুকুম

প্রশ্ন

জ্যোতিষিদের কাছে আসা এবং তারা যা বলে তাতে বশির্বাচন করা কি জায়েয? ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: যাকে ব্যক্তি তাদের কাছে আসবে ও তাদেরকে বশির্বাচন করবে তাদের নামায কবুল হবে না— এটা কিসহি? এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে এবং আলমেগন যা বলছেন সে বিষয়গুলো আমাদেরকে পরিস্কার করে বলুন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদিস সাব্যস্ত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: সাফিয়্যা বনিত আবু উবাইদ এর হাদিস, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জনকৈ স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যাকে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তাকে কোন কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করবে তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হবে না।” [সহি মুসলিম]

এবং ক্বাবসি বনি আল-মুখারকি থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমিরাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনছি যে, তিনি বলেন: **العيافة، والطيرة، والطرق من الجبت** (রখো অঙ্কন করে ভাল-মন্দ নির্ণয় করা, কোন কিছুকে অশুভ লক্ষণ ভাবা এবং পাখি তড়িয়ে শুভ-অশুভ নির্ণয় করা জাদুবিদ্যা বা মূর্তিপূজা) [আবু দাউদ হাসান সনদে বর্ণনা করছেন]

আবু দাউদ বলেন: **العيافة** হল: রখো অঙ্কন। **الطَّرْق** হল: তাড়ানো। অর্থাৎ পাখিকে তাড়ানো। আর তা হলো কোন পাখি উড়ে যাওয়ায় শুভ লক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ ভাবা। যদি পাখি ডানদিকে উড়ে যায় তাহলে শুভ ভাবা হয়। আর যদি পাখি বাম দিকে উড়ে যায় তাহলে অশুভ ভাবা হয়।

জাওহারী বলেন: **الجَبْت** শব্দটি মূর্তি, জ্যোতিষী, যাদুকর ও জ্যোতিষিদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

এবং ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যাকে ব্যক্তি জ্যোতিষবিদ্যার কোন জ্ঞান গ্রহণ করল সে জাদুবিদ্যার একটি অংশ গ্রহণ করল। এটি যত বেশি গ্রহণ করবে ওট তত বেশি গ্রহণ করা হবে।” [আবু দাউদ সহি সনদে হাদিসটি বর্ণনা করছেন]

এবং মুয়াবিতা' বনি আল-হাকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম: “ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জাহলিয়াতকে সদ্য ত্যাগকারী (নও মুসলমি)। আল্লাহ (আমাদের জন্য) ইসলামকে নিয়ে এসেছেন। আমাদের মাঝে এমন কিছু মানুষ আছে যারা গণকদের কাছে আসে। তিনি বললেন: তাদের কাছে আসবে না। আমি বললাম: আমাদের মধ্যে কিছু লোক শাকুনবদিয়া (পাখি দিয়ে ভবিস্যত বলা) চরুচা করে। তিনি বললেন: এটি তাদের অন্তরে উদ্রকে হওয়া কিছু; তাদেরকে বশ্বাস করবে না।”[সহি মুসলমি]

এবং আবু মাসউদ আল-বাদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন, জ্যোতিষির পাওনা থেকে নষিধে করছেন।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

এবং আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছু মানুষ জ্যোতিষিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করলে তিনি বলেন: তারা কিছুই নয়। তারা (সাহাবীরা) বলল: ইয়া রাসূলুল্লাহ! তারা কখনও কখনও এমন কিছু বলে যা বাস্তবে ঘটে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: সটে হিচ্চে কোন একটি সত্য কথা যা কোন এক জ্বনি ছনিয়ে নিয়ে তার বন্ধুর কানে পৌঁছে দেয়। এরপর তারা এর সাথে একশটি মিথ্যা মশ্রিত করে।[সহি বুখারী ও সহি মুসলমি]

এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তার কথায় বশ্বাস করে কথিবা কোন নারীর গুহ্যদ্বারে সঙ্গম করে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যা নাযলি হয়েছে তা থেকে মুক্ত।”[সুনানে আবু দাউদ]

আলমেগণ বলেন: এ বিষয়গুলো চরুচা করা, এগুলোর শরণাপন্ন হওয়া, এদেরকে বশ্বাস করা, এদের জন্য সম্পদ খরচ করা হারাম। কোন ব্যক্তি যদি এমন কোন বিষয়ে ফতিনায় পড়ে যায় তাহলে তার উচতি অবলম্বনে তাওবা করা।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।